সাধারন বিশ্বাসের খোলা চিঠি

জুলাই ২৭, ২০০৭

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ভারতীয়,

নমস্কার। আমি সাধারণ বিশ্বাস। আমার এই চিঠি আপনি মন দিয়ে পড়বেন এই আশা নিয়েই লিখছি নব আলোকে বাংলার মাধ্যমে। গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের টিভি চ্যানেল গুলি যা সব দেখাচ্ছে তাতে মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। তাই এই চিঠি। আমি একজন সাধারণ মানুষ - ভারতবর্ষের এক সাধারণ নাগরিক। আমি আপনার অগুনতি সেবাপ্রাপ্তের একজন। আমি কোথায় থাকি, কোন শহরে বা কোন গ্রামে আমার শিকড় সেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ঠিক যেমন অপ্রাসঙ্গিক আপনি কোন শহরে বা কোন গ্রামে রুগীকে সুস্থ করে থাকেন এটা জানতে চাওয়া। মোদ্দা কথা হল আমি বা আমার মত হাজার হাজার মানুষ ভারতের নাগরিক আর আপনি হলেন সেই ভারতীয়দের স্বাস্থবিধানদায়ী - ডাক্তার ভারতীয়।

আপনি যতদিন ধরে ডাক্তারী পড়েছেন ততদিন রোজ আমাদের মত মানুষের ঘরে একমুঠো চাল কম পড়েছিল। অনেক ঘরে অন্তত একটা রুটি কম খেয়ে থেকেছিল অনেক অভুক্ত পেট। কেউ জানতে পারেনি। কারণ? আপনাকে ডাক্তার বানাতে প্রত্যেক ভারতীয়কেই তাই করতে হয়। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আপনি যখন ডাক্তারী পড়েন তখন সেই সুদীর্ঘ বছর গুলি ধরে সরকারী কোষাগার থেকে মাথাপিছু এগার থেকে বাইশ লক্ষ টাকা খরচ হয় আর সেই টাকা সাধারণের দেয় কর থেকেই আসে। এমবিবিএস থেকে সুপার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশান পর্যন্ত হিসেবটা এরকমই। কাজে কাজেই আপনি আমার মত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের কাছে দায়বদ্ধ - তাই নয় কি? রাগ করবেন না। সত্যি কথা এসব। সত্য বলতে ও শুনতে সৎ ভারতীয়র কষ্ট নেই।

আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যেদিন থেকে আপনি সেবাদানে গুণী হিসেবে স্বীকৃত হয়ে রোজগার শুরু করেছেন সেদিন থেকে আপনি আমার মত সাধারণের কত কাছে বা কত দূরে? আপনি কি জানেন মানুষ আপনাকে কি চোখে দেখে ও কি চোখে দেখতে চায়?

আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে জানেন ডাক্তার ভারতীয়। সাদা মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন গুপগুপিয়ে উঠছে যার উত্তর শুধু আপনিই জানেন। আজকের এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হল আপনাকে সেই অনেক প্রশ্নের থেকে কিছু প্রশ্ন করা। উত্তর চাইনা - এই প্রয়াসের সুফল চাই।

১. আপনি যে ওষুধ আমাদেরকে লিখে দেন সেগুলো কি নিরাপদ?

২. আপনি কি সব ওষুধ খুব ন্যায্য কারণে লেখেন?

৩. আপনার সব সিদ্ধান্তই কি রোগীর কল্যাণমূখী?

৪. আপনি কি জানেন আপনি যা লেখেন সেই ওষুধ গুলো কোথায় তৈরী হয়?

৫. বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর ওষুধের দাম এত বেশী হয় কেন?

৬. সেই একই ওষুধ কি করে এক দশমাংশ বা এক পঞ্চমাংশ দামে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানী গুলো বিক্রী করে?

৭. ওষুধের আর পড়ার বইয়ের কি পেটন্ট হওয়া উচিত?

৮. আপনি কি কখনও বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী গুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা চাক্ষুষ করেছেন? শেষ কবে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর নতুন কারখানা খোলার খবর শুনেছেন?

আমি কিছু উদাহরণ দেব এখানে?

বহুজাতিক কোম্পানীর 'য়্যাক্টনাল' বলে একটা ওষুধ আছে যার চারটে ট্যাবলেটের দাম ২০০০ টাকা আর সেই একই দেশী ওষুধ যার নাম রাইসোফস চারটে ট্যাবলেটের দাম দু'শ টাকা। এই ওষুধটি বয়স্কদের হাড়ের অসুখে ব্যবহৃতে হয়ে থাকে

এবং সারা জীবন খেতে হয়। আমি এই গবেষণা করেছি ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে। আবার দেখুন বহুজাতিক কোম্পানীর সেরেটাইড ইনহেলারের এর দাম ১০০০ টাকা আর দেশী সেরোফ্লো ইনহেলারের দাম মাত্র ২৫০ টাকা। দুটো ওষুধ হুবহু এক। হাঁফানীতে এই ওষুধ ব্যবহৃতে হয়ে থাকে। এও সারাজীবন ধরে নিতে হয়। আবার ধরুন বহুজাতিক কোম্পানীর মিয়াক্যালসিক স্প্রে'র একমাসের খরচ ৩০০০ টাকা আর দেশী ক্যালসিনেজ ন্যাসাল স্প্রে'র একমাসের খরচ ৯৭৫ টাকা। এই ওষুধটি বয়স্কদের হাড়ের অসুখে ব্যবহৃতে হয়ে থাকে এবং সারা জীবন খেতে হয়। আমার এই গবেষণায় আরেক মাত্রা যোগ করেছে আরেকটি খবর - তা হোল এই দেশী ওষুধ গুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও রপ্তানী করা হয়ে থাকে। কি বুঝছেন ডাক্তার ভারতীয়?

আমি কিছু ডাক্তারদের সাথে কথা বলে দেখেছি তাঁরা সবাই খুবই সন্তুষ্ট এই কম দামের দেশী ওষুধে একই রকম বা আরও ভাল ফল পেয়ে। এসব দেখে শুনে কি মনে হয় জানেন বহুজাতিক কোম্পানী অর্থাৎ এম এন সি মানে মানি নার্চারিং কমিউনিটি - এরা শুধু জানে কি করে আরও অর্থাগম হবে! ভারতীয় কোম্পানীগুলোও অর্থ উপার্জন করে কিন্তু এদের মধ্যে কোথায় যেন একটা মানবিক ব্যাপার আছে। ভারতীয় কোম্পানী গুলো যদি চিল হয় তবে এম এন সি গুলো হল ধনগৃধনু শকুন। মাফ করবেন। আর কোনও শব্দ খুঁজে পেলাম না।

গত বছর টিভি তে দেখেছিলাম আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন গোয়াতে প্রথম সারির এক ভারতীয় ওষুধ কোম্পানীর উৎপাদন ব্যবস্থা সচক্ষে দেখতে এসেছিলেন ক্লিন্টন ফাউন্ডেশানের হয়ে ঙ যাবার সময় মিডিয়ার সামনে বলে গেছেন যে তিনি এ'রকম উন্নত মানের উৎপাদন ব্যবস্থা দেখেননি আগে। একজন আমেরিকান বলছেন এ কথা যিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার আট বছরের কর্মজীবনে সারাপৃথিবীর সব কিছুই চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়েছেন! বেশ কয়েক মাস আগে টিভি তে দেখলাম এক ভারতীয় ওষুধ কোম্পানীর উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারোদ্ঘাটন করে সদ্য রাজনৈতিক কাজিয়ার দৌলতে উৎপাটিত আমাদের প্রিয় রাষ্ট্রপতি - ডঃ এ পি জে আবদুল কালাম সাহেব যিনি নিজে একজন বিজ্ঞানী, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ - বলেছেন এরকম সেরা ব্যবস্থা সব ওষুধ কোম্পানীতে থাকা উচিত। আমাদের কি দুর্ভাগ্য দেখুন রাজনৈতীক কাজিয়ায় আমরা কালাম সাহেবকে সরিয়ে দিলাম রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে। সত্য শেল্যুকাশ কি বিচিত্র এই দ্যাশ!

৯. আপনি কি কখনও কোনও বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন তা দেখেছেন?

১০.আপনার কি মনে হয় না দায়ীত্বশীল, গুণগতউৎকর্ষসম্পন্ন ও ন্যায্য দামে যে সব ভারতীয় কোম্পানী গুলো নতুন নতুন ওষুধ বাজারে নিয়ে আসে বা পুরোন ওষুধের দাম ন্যায্যত ধার্য করে, তাদের পাশে দাঁড়ান উচিত?

ইকনমিক টাইমসে পড়েছিলাম প্রায় পঁচাত্তর শতাংশের বেশী ওষুধের বাজার ভারতীয় ওষুধ কোম্পানী গুলোর হাতে। বহুজাতিকদের বাজারী মোনপলির দিন তো অনেকদিন আগে শেষ হয়েছে এ'দেশে কিন্তু এখনও প্রায় পঁচিশ শতাংশ কেন যে বহুজাতিকদের হাতে তা' বুঝলামনা। আপনার কি কোনও ভুমিকা আছে এর মধ্যে! ভহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি যে গান গেয়ে থাকেন তা' হোল রিসার্চের অনেক খরচ। তাই তাদের অনেক বেশী দাম ধার্য করতে হয়। আচ্ছা কখনও ভেবে দেখেছেন, ডাক্তার ভারতীয়, যে এই বহুজাতিক কোম্পানী গুলি কি আদৌ কোনও বুনিয়াদী গবেষনা করে? কোনদিনও করেছে কি?

প্রায় সব ক্ষেত্রেই গবেষণা করেন একজন বিজ্ঞানী বা কোনও স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেই জন্ম হয় নতুন জীবনদায়ী ওষুধের আর বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী গুলি সেই গবেষণা খুবই সামান্য মূল্যে কিনে তার পেটেন্ট করে নেন। এই বার শুরু হয় সেই গবেষণার পরবর্তি স্তর বা আরও উন্নত স্তরের গবেষণার ফসলকে কি করে গোপন রাখা যাবে প্রথম পেটেন্টের আয়ু শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কারণ? তাহলে পেটেন্টের আয়ুসীমা বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। আরও বেশী মুনাফা। আরও অনেকদিন ধরে গবেষণার জন্য খরচের বুজরুকি চালান যাবে।

উদাহরণ হিসেবে এখানে বলা যেতে পারে কিডনী ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করতে লাগে এক জীবনদায়ী ওষুধ 'সাইক্লোস্পোরিন' বাজারে আনার অনেক আগেই বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীটির জানা ছিল একমাত্র 'ইমালসিফাইয়েড' ফর্মেই 'সাইক্লোস্পোরিন' ঠিক মত কাজ করে কিন্তু সেটা বাজারে না এনে যত বছর সম্ভব অনেক কম উপযোগী সাধারণ

'সাইক্লোস্পোরিন' ৬০০০০ টাকা দামে ভারতীয়দের বেচে গেলেন সেই বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীটি। মনোপলিষ্টিক কারবার ভালই চলছিল কিন্তু এক ভারতীয় ওষুধ কোম্পানী বাদ সাধল 'ইমালসিফায়েড সাইক্লোস্পোরিন' বাজারে এনে মাত্র ১৫,০০০ টাকায় আর তার পর যেই পেটেন্টটি খতম হল তড়িঘড়ি 'ইমালসিফায়েড সাইক্লোস্পোরিন' বাজারে এনে নতুন পেটেন্ট সুরক্ষিত রিসার্চের জয়ধ্বনী দিতে লাগল সেই বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীটি আর আপনার কিছু সহকর্ম্মী সেই ঢক্কানিনাদের জোয়ারে ভেসে গিয়ে ভুলে গেলেন ভারতীয় কোম্পানীটিকে।

১১. বলুনতো সেই বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী যা করেছিল সেটা কি কোনও মানুষের কাজ বলে মনে হয় আপনার, ডাক্তার ভারতীয়? ভারতের বাজারে প্রায় আশী শতাংশ ওষুধ পেটেন্ট বহির্ভুত। আর যে ওষুধ গুলি পেটেন্টের অন্তর্গত সেই গুলির অনেকই জীবনদায়ী নয় বা একমাত্র ভরসা নয়। তাহলে ওষুধের পেটেন্টের মহিমা কেন এ' দেশে উলুধ্বনী দিয়ে বাড়ছে? এক টিভি চ্যানেল তো বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর গবেষণা-বন্দনা না করে দিন শুরু করেনা। দিনে তিন চার বার শুনতে হয় - কেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী গুলির ওষুধের দাম ন্যায্য বলেই মেনে নিতে হবে!

১২. তারা ব্যবসায়ীক গাঁটছড়া বাঁধুক কিন্তু আসল চাবি কাঠি তো আপনার হাতে, ডাক্তার ভারতীয় - সেটা আরও অনুভবী মন দিয়ে ভেবে দেখবেন কি?

১৩.আপনি কি আমার মত সাধারণের স্বার্থে ভারতীয় দায়ীত্বশীল, গুণগত উৎকর্ষসম্পন্ন ও ন্যায্য দামের ওষুধই শুধু লিখবেন আমাদের মত সাধারণ মানুষকে সুস্থ করে তুলবার জন্য? না কি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর গবেষণা-বন্দনা গানের দ্বারা প্রভাবিত হবেন?

আজও সাধারণ মানুষ কিন্তু আপনাকে ঈশ্বরের মনুষ্যরূপ বলেই মনে করে। কিছু কান্ডজ্ঞানহীন দু'পেয়ে সম্প্রদায় মাঝে সাঝে আপনার বা আপনাদের ওপর হামলা করে থাকে আপনারা ঠিক মত কাজ করেননা - এই অভিযোগে - এবং তাকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করেনা। ভগবান যীশুকেও মার খেতে হয়েছিল। এখন দিন বদলেছে। সাধারণের বিশ্বাস— একজন ভাল মানুষের অনেক বন্ধু হয়। আপনার সুরক্ষা কবচ আপনার ভাল কাজ। আপনি যে ব্রত নিয়েছেন তার মধ্যে অনেক জ্বালা আছে আর তার সঙ্গে আছে অনেক সুখ - মানুষকে সুস্থ করে তোলার, সুস্থ রাখার আর নিজে ভাল থাকার। নিন্দুকেরা আপনার কাল টাকার কথা যতই বলুকনা কেন আমি জানি আপনিও জীবনযুদ্ধের এক অক্লান্ত সৈনিক।

১৪. শেষ প্রশ্ন - আপনি কার? বহুজাতিক ও লোভী ওষুধ কোম্পানীর না আমার ও আমার মত সাধারণ মানুষের যে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে একটু স্বাচ্ছন্দ ও সহানুভুতির আশায়?

প্রশ্নমালার অমাবস্যার চতুর্দশী এখানেই শেষ হল। এর পর পূর্ণিমার আলো মানুষের জন্য ছড়াবে কিনা তা রইল আপনার হাতে। ওহ হ্যাঁ - বলতে ভুলেছি একটা কথা - আমাদের ভারতের প্রায় পঞ্চাশটি ওষুধ কোম্পানী বেশ পৃথিবী দাপিয়ে ব্যবসা করে বেড়াচ্ছে - মায় আমেরিকা, ইউরোপের সব দেশে। এর মানে? চাকাটা ঘুরে গেছে। আপনি কি সেই চাকায় গতি এনে দিচ্ছেন না গতিরোধকের উচ্চতা বাড়াচ্ছেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী গুলির চাকায় অপ্রয়োজনীয় তেল লাগিয়ে?

ভেবে দেখুন। আশা রাখি আমি আপনার কাছে পৌঁছতে পেরেছি।আপনি কি একটু ভেবে দেখবেন?

ভাল থাকুন ডাক্তার ভারতীয়। ভাল রাখুন আমাদের ও আমরাও ভারতীয়।

কৃতজ্ঞতাসম্ভারসমর্পিত আপনার আমি,

সাধারণ বিশ্বাস

ভারত দেশ